যায়যায়দিন

তারিখ ... 01 FEB 2008 ...
পৃষ্ঠা 12 কলাম 7

বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি

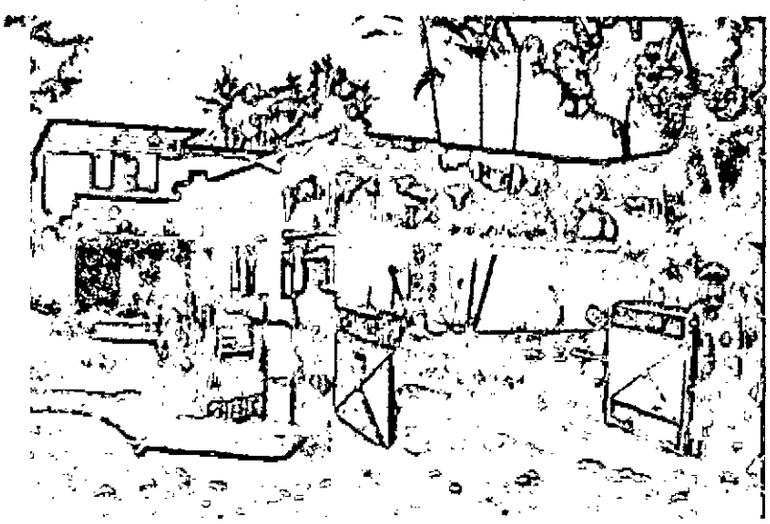

বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি। বরিশাল শহরের বিবির পুকুরের পূর্ব পাড়ে লাইব্রেরিটি গড়ে তোলা হয় ১৮৫৪ সালে। সেই থেকে পাবলিক লাইব্রেরিটি বাংলার একটি প্রসিদ্ধ লাইব্রেরি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ লাইব্রেরির পুরনো সদস্য ও পাঠকরা বলেন– বিশ্ব সাহিত্য, ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নানা দলিল ও নথি পাওয়া যেত বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরিতে। বইয়ের সংখ্যা ও পাঠক সমাগমের দিক দিয়েও বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরির খ্যাতি ছিল উপমহাদেশ জুড়ে। এটিকে বিবেচনা করা হতো জ্ঞান চর্চার অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর লাইব্রেরিটির ভাগ্যে নেমে আসে অনিশ্চয়তা। প্রায় ১২ বছর লাইব্রেরিটি বন্ধ থাকে। অব্যবহৃত থাকার কারণে নষ্ট হতে থাকে লাইব্রেরির সংগ্রহগুলো। খোয়া যায় অনেক মূল্যবান বই ও দলিলপত্র। বরিশাল অমৃত লাল দে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ও বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক তপংকর চক্রবর্তী জানান, পাকিস্তান আমলে লাইব্রেরিটি ছিল অবহেলিত। ১৯৫৯ সালে এটি পুনর্গঠন করা হয়। আবার শুরু হয় নতুন করে পথচলা। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর লাইব্রেরিটি আরেক দফা সঙ্কটে পড়ে। নগরীর প্রাণকেন্দ্রের নিজস্ব প্রাচীন ভবন থেকে এটিকে শহরের এক প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৮৪ সালে বাধ রোড এলাকায় বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরিকে স্থানান্তর করার পর সেখানে পাঠক ও সদস্যদের যাতায়াত ধীরে ধীরে কমতে থাকে। অবিভক্ত বাংলার ঐতিহ্যের স্মারক প্রাচীন এ লাইব্রেরিতে বর্তমানে বই রয়েছে প্রায় ২৫ হাজার। লাইফ মেম্বার রয়েছে প্রায় ৫০০।

রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি

পুর শহরের হনুমানতলা এলাকায় প্রায় দেড় একর জমির ওপর
ষ্ঠিত হয়েছে রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি। কাকিনা ও তাজহাট
মদার গোপাল চন্দ্র রায়সহ বেশ কয়েকজন জমিদারের
পোষকতায় ১৮৫৪ সালে এর যাত্রা শুরু হয়।

সময় এ লাইব্রেরিতে মহাত্মা গান্ধীর কর্মজীবনের ছবির
লবাম, এনসাইক্লোপিডিয়াসহ ৩০ হাজার দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বই
। এখন সেটি রুগ্ন হতে হতে ১৫ হাজারে নেমে এসেছে।
কদের অভিযোগ, স্বাধীনতার পর এ লাইব্রেরি থেকে অসংখ্য
ভ বই চুরি হয়ে যায়। এছাড়াও বৃষ্টির পানিতে অনেক বই নষ্ট হয়ে
ছে। রংপুর শহরের নুরপুর এলাকার বাসিন্দা মাহবুব উল আলম
নতার পর এটির লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
ন তিনি একটি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব হয়েছেন।

দেড় হাজার পাঠক ছিল এ লাইব্রেরিটিতে। তারা ২০০ টাকা
ানত দিয়ে মাসিক ১০ টাকা চাদায় সদস্য হয়েছিলেন। এখানে
জীবন মেম্বারের জন্য নেয়া হতো ১ হাজার টাকা। এখন সেটির
ক সংখ্যা অনেক কমে গেছে।

পুরের ঐতিহ্যবাহী দেড়শ বছরেরও বেশি প্রাচীন পাবলিক
ব্রেরিতে ছয় মাস ধরে তালা ঝুলছে। ফলে অরক্ষিত হয়ে
পড়েছে এ লাইব্রেরিটি। জ্ঞানপিপাসু পাঠকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা
দিয়েছে। তাদের দাবি, পুনরায় এ লাইব্রেরিটি চালু করতে হবে।

আবেদুল হাফিজ রংপুর